PRESS RELEASE

স্থান
ঢাকা

তারিখ
২২ আগস্ট ২০২৪

# ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে ইউএনএইচসিআর - এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশ, রোহিঙ্গা মানবিক সংকটের জন্য জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি) এর মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদানকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই সময়োপযোগী অনুদান কক্সবাজার ও ভাসানচরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদানের জন্য ইউএনএইচসিআর-এর প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করবে।

"বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তার সাত বছর পূর্ণ হতে চলেছে, কক্সবাজার ও ভাসানচরে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ইউএনএইচসিআরের কার্যক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার ২০১৭ থেকে চলমান সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ," বলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএনএইচসিআর- এর উপ-প্রতিনিধি (Deputy Representative) সু-জিন রি। তিনি আরও বলেন, "এই অবদান বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে এলপিজি (একটি পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি) বিতরণকে অব্যাহত রাখতে, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সুরক্ষা প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।"

"গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান, যা ২০১৭ সাল থেকে ইউএনএইচসিআর কে প্রদান করা সবচেয়ে বড় অনুদান, জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি) ২০২৪ এর অধীনে ইউএনএইচসিআরের মানবিক সহায়তা বাস্তবায়নকে চলমান রাখব," বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার সম্মানিত রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং-সিক। তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কোরিয়া এই বছরের মানবিক সহায়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় অনুদান মোট ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৫,০০০ মেট্রিক টন চাল, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানে আমাদের দৃঢ় এবং চলমান প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।"

এই অনুদান কক্সবাজার ক্যাম্পে বসবাসকারী শরণার্থীদের রান্নার জন্য ব্যবহৃত এলপিজি বিতরণ কার্যক্রম অব্যহত রাখতে সহায়তা করবে। ২০১৮ সালে বন থেকে সংগ্রহ করা জ্বালানি কাঠের

বিকল্প হিসেবে ইউএনএইচসিআর এলপিজি বিতরণ কার্যক্রম শুরু করার পর ক্যাম্পের ভেতরে এবং আশেপাশে পরিবেশের উন্নয়নে সহায়তা করছে, এছাড়াও শরণার্থীদের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখছে। এলপিজি ব্যবহারের ফলে শরণার্থী নারী ও মেয়েদের উপর সুরক্ষা হুমকি হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি শিশুরাও স্কুলে যাওয়ার সময় বের করতে পারছে।

কোরিয়ার এই অর্থ প্রতিবন্ধী শরণার্থীদের সহযোগিতায় ব্যবহার করা হবে, বিশেষত তাদের পুনর্বাসন ও সহায়ক উপকরণ (যন্ত্র সামগ্রী), এবং শরণার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। এই অর্থায়নের সাহায্যে ভাসানচরে কমিউনিটি বেসড প্রটেকশনের মাধ্যমে কমিউনিটি সেন্টার পরিচালনা, জীবন রক্ষাকারী তথ্য সরবরাহ, কমিউনিটির-নেতৃত্বাধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে।

রোহিঙ্গা শরণার্থী সঙ্কটের সাত বছর, বাংলাদেশ প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর বসবাসের সুযোগ দিয়েছে, যাদের মধ্যে বেশির ভাগ কক্সবাজারের ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে এবং প্রায় ৩৫,০০০ জন ভাসানচরে বসবাস করছে।

**বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ:**
**রোম্যাঁন ডেসক্লু**; desclous@unhcr.org; +৮৮০১৩১৩০৪৬৪৭৮
**সারি ইয়াসমিন নিজমান**; nijman@unhcr.org; +৮৮০১৮৯৪৮০২৭০০